কুষ্টিয়ায় আবাসিক হোটেলে কলেজছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় একটি আবাসিক হোটেলে শয্যা বিশ্বাস (১৮) নামে এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শহরের মজমপুর এলাকার রাতুল আবাসিক হোটেলে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় সৌরভ সরকার জয় নামে এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। সৌরভ টাঙ্গাইল জেলা সদরের বাসিন্দা। তিনি ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন।

নিহত শয্যা বিশ্বাস কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার জানিপুর ইউনিয়নের ঈশ্বরদী গ্রামের উদায় বিশ্বাসের মেয়ে ও খোকসা সরকারি ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর এলাকার রাতুল আবাসিক হোটেলে আসেন তারা। সেখানেই দুজন অবস্থান করছিল। গতকাল মঙ্গলবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হঠাৎ করেই শয্যা বিশ্বাস অসুস্থতা বোধ করলে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে রাতুল আবাসিক হোটেলের ম্যানেজার রিপন বলেন, রবিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে হোটেলে উঠেছিলেন।
তারা হোটেলেই অবস্থান করছিল। সন্ধ্যার দিকে শয্যা বিশ্বাস নামে ওই নারী অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

এ ব্যাপারে নিহতের পিতা উদায় বিশ্বাস বলেন, রবিবার (১১ডিসেম্বর ) সকালে শয্যা বিশ্বাস কলেজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। পরে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি খোঁজখবর করে না পেয়ে আজ সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ দিতে যাবো ভাবছি। ঠিক সন্ধ্যার দিকে মোবাইল ফোনে শয্যার মৃত্যুর খবর আসে। এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তাকে হত্যা করা হয়েছে। অবশ্যই এ ব্যাপারে থানায় আমরা মামলা দায়ের করবো।

এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি কলটি রিসিভ করেননি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন খান বলেন,আবাসিক হোটেলে ওই কলেজছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা শুনে পুলিশ সেখানে যায়। তবে তার মৃত্যুর সঠিক কোনো কারণ জানা যায়নি। তবে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এঘটনায় হোটেলে নিহত কলেজছাত্রীর সঙ্গে অবস্থানরত সৌরভ নামে এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তবে ওই যুবকের দাবি, তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী। তবে এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ দেয়নি নিহতের পরিবারের লোকজন। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নানা আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস পালিত

শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শনসহ নানা আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে।

রবিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া কালেক্ট্ররেট চত্বরে কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন।

পরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন শেষে শহীদদের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়। পরে সেখান থেকে র্যালি বের হয়।

র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খায়রুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, মুক্তি যোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী রফিকুল আলম টুকু, জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আলহাজ্ব রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব প্রমুখ।

পরে সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শিল্পকলা মিলনায়তনে কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের এইদিনে মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার কুষ্টিয়া জেলা শত্রুমুক্ত হয়। ২৫ মার্চ কালো রাতে মেজর শোয়েব’র অধিনায়কত্বে এবং ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ ও লে. আতাউল্লাহর উপ-অধিনায়কত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৭ বেলুচ রেজিমেন্ট এ কোম্পানির ২১৬ জন সদস্য যশোর সেনানিবাস থেকে কুষ্টিয়ায় এসে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পুলিশ লাইন, জিলা স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস, সদর থানা ও আড়ুয়াপাড়া ওয়ারলেস অফিসে অবস্থান নেন। তারা দু’একটি ছাড়া শহরের সব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ২৬ মার্চ শহরে একনাগাড়ে ৩০ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করে ও সশস্ত্র টহল দিতে থাকে। তবে কুষ্টিয়ার মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং সেনা চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এ সময় রনি রহমানসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনার গুলিতে প্রাণ হারান। কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধে রনি রহমান প্রথম শহীদ। এরপর দীর্ঘ ৯ মাসে কুষ্টিয়ায় ছোট বড় অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানি সেনা খেদাও স্লোগানে মুক্তিযোদ্ধা সেনা ঘাঁটিগুলোয় আক্রমন শুরু করে। ১০ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ থেকে ট্যাংক বহর নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে প্রবেশ করেই পাকিস্তানি বাহিনীর অ্যামবুশের মুখে পড়লে শুরু হয় যুদ্ধ। আর এটাই ছিল হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সম্মুখ ট্যাংক যুদ্ধ। এখানে মৃত্যু ঘটে ২ শতাধিক মিত্র সৈনিকের। শুরু হয় মিত্র বাহিনীর বিমান হামলা। বিধ্বস্ত হয় পাকিস্তানি হানাদারদের দুর্গ। এ লড়াইয়ে যোগ দেয় মুক্তিযোদ্ধাসহ জেলার সাধারণ মানুষ।

তোপের মুখে ১১ ডিসেম্বর প্রত্যুষে পালিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্ত হয় কুষ্টিয়া।

চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের ৫ দিন আগেই এ জেলার জনগণ বিজয় নিশানা দেখতে পেয়েছিল। স্বজনের গলিত মরদেহ, কঙ্কাল, গণকবর আর সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের আর্তনাদ ভুলে সেদিন বিজয়ের আনন্দে মানুষ রাস্তায় নেমে উল্লাস করেছিল।

আজ কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস

আজ ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের এই দিনে কুষ্টিয়া জেলার মুক্তি সেনারা রক্ত সংগ্রাম করে পাকবাহিনীর হাত থেকে কুষ্টিয়াকে মুক্ত করেছিলেন। অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হানাদার পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সাহসী বাঙ্গালী তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা অমিত তেজে অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে কুষ্টিয়ার পবিত্র মাটি পাক হানাদার সেনাদের হটিয়ে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষের গগণবিদারী ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে সেদিন কুষ্টিয়ার আকাশ-বাতাস মুখোরিত হয়ে উঠেছিল। পথে প্রান্তরে গড়ে তোলা হয়েছিল বেরিকেড। লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার নিয়ে হরিপুর-বারখাদা, জুগিয়া, আলামপুর, দহকোলা, জিয়ার“খী, কয়া, সুলতানপুর, পোড়াদহ, বাড়াদিসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল কুষ্টিয়া শহরে।

মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ রবিবার কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিট বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করেছে। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিটের উদ্দ্যোগে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে সকাল ৯টায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সকাল ১০টায় বর্ণাঢ্য র্যালী ও কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভ চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে সেদিন সে সব মানুষের চোখে মুখে ছিল মুক্তির নেশা, প্রাণে ছিল বঙ্গবন্ধুর শেষ উচ্চারণ-‘এবারের

সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। মুক্তির সনদ উচ্চারণকে বুকে ধারণ করে সারা দেশের ন্যায় কুষ্টিয়ার মুক্তিকামী মানুষেরাও প্রস্তুতি নেয় মুক্তির পথ অন্নেষণে। এই ভাষনের পর পরই বাঙালীদের প্রতিহত করতে ‘অপারেশন সার্চলাইট’ যুদ্ধ পরিকল্পনা হিসেবে পাক সেনাবাহিনীর ২৭ বেলুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্য ২৫ মার্চ রাতে যশোর সেনানিবাস থেকে কুষ্টিয়া এসে অবস্থান গ্রহণ করে এবং এক নাগাড়ে ৩০ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করে সশস্ত্র অবস্থায় টহল দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর মেজর আবু ওসমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

ঐ সময় ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে লেঃ কঃ রেজাউল করিমের নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়মিত শীতকালীন মহড়ায় যশোর ঝিকরগাছায় অবস্থান করছিল। এ সময় কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দ এবং আবু ওসমানের সাথে আলাপ আলোচনা করেন ক্যাপঃ আযম চৌধুরীকে যশোরে ঝিকরগাছায় প্রেরণ করা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্য। কিন্তু তার কোন ফলশ্র“তি না দেখে ক্যাপ্টেন আযম চৌধুরী সেখান থেকে ফেরত এসে মুজাহিদ, আনসার এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রসমাজ, সর্বস্তরের জনতাকে নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কর্মসুচী অনুযায়ী ২৩ মার্চ কুষ্টিয়া ইসলামীয়া কলেজের মাঠে স্বতঃস্ফুর্ত জনতার উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক,আঃ জলিল পতাকা উত্তোলন করেন।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, শেখ দলিল উদ্দিন, মারফত আলী, লোকমান হোসেন, জামাল উদ্দিন খালেদ, সাইফুদ্দিন তারেক (বীরপ্রতীক) পরবর্তিতে যুদ্ধে নিহত হয় এবং সর্বস্তরের জনতা। স্বাধীনতাপ্রিয় কুষ্টিয়ার মানুষ সেনাবাহিনীর এ জাতীয় কার্যক্রম সেদিন মেনে নিতে পারেনি। সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তৈরি করে বেরিকেড। মজমপুর, থানাপাড়া, আমলাপাড়া, বড় বাজার গেটের কাছে জনসাধারণ রাস্তার উপর ইট-পাটকেল, কাটা গাছের গুড়ি, এমনকি ঘরের চাল নিয়ে এসে সেনাবাহিনীর চলাচল বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে বেরিকেড তৈরি করে। সেনাবাহিনী সেগুলো সরিয়ে ফেলে যেন আরো মারমুখী হয়ে যায়। শুর“ হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ।

২৫ মার্চ বেলুচ রেজিমেন্টের ১৪৭ জন সৈন্য রাত ১১ টায় পুলিশ লাইন, জেলা স্কুল, থানা ও আড়ুয়াপাড়াস্থ ওয়ারলেস অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিসে অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে বেসামরিক মানুষ ও তৎকালীন রাজনৈতিক

স্থানীয় নেতারা এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধুর শেষ নির্দেশ পেয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্ততি গ্রহন করেন। চারিদিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সিভিল সার্জন অফিসের সামনে ২৭ মার্চ একতলা ভবন থেকে রনি রেহমান নামে এক তর“ণ ছাত্র পাকসেনাদের গাড়ীর উপর হাতবোমা নিক্ষেপের সময় গুলিতে প্রাণ হারায়। রনি রেহমানই মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার প্রথম শহীদ। এ দিনই পাকবাহিনী শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ শুরু করে। এতে তাৎক্ষণিকভাবেই ৭ জন মারা যায়। তাদের মধ্যে কোর্ট ষ্টেশনের জ্ঞানা সেন, কোর্টপাড়ার হাসেমের নাম জানা যায়। পাক বাহিনীর অত্যাচার আর গণহত্যায় কুষ্টিয়ার জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ইপিআর-এর যশোরের সেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী উইং কমান্ডার এবং ক্যাপ্টেন সাদেক সহকারী অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন। ৫ টি কোম্পানী ও ১ টি সাপোর্ট প্লাটুনের সমন্বয়ে ছিল ৪ নং উইং।

এই উইং-এর অধীনে প্রাগপুর এলাকা‘ এ’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মোজাফ্ফর আহমেদ, ধোপাখালী, এলাকা বি কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার খায়র“ল বাশার খান, বৈদ্যনাথতলা (১৫ এপ্রিলের পর মুজিবনগর) ‘সি’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মুকিদ, যাদবপুর এলাকা‘ ডি’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মজিদ মোল্লা, উইং সদর দপ্তর‘ই’ কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার রাজ্জাক দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া সিগন্যাল প্লাটুন হাবিলদার মুসলেম উদ্দিনের অধীনে উইং সদর দপ্তরে অবস্থান করছিল। প্রত্যেকটি কোম্পানী প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। একটি কোম্পানীতে ৫ টি হালকা ট্যাংক বিধ্বংসি কামান, ৭ টা হালকা মেশিনগান, ১ টা মেশিনগান এবং বাকী ৩০৩ রাইফেল ছিল। উইং সদর দপ্তরে ১ কোম্পানী সৈন্য ছাড়াও ৬ টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ২০০ চাইনিজ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ছিল। এ ছাড়া একটি ব্যাটালিয়ন যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য গোলাবারুদ ও যানবাহন চার নম্বর উইং-এ ছিল। অপরদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিল মেজর শোয়েব। ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ, এ লেঃ আতাউল্লাহ শাহ তার অধীনস্থ অফিসার হিসেবে কুষ্টিয়ায় অবস্থান করেছিল। পাক বাহিনীর সঙ্গে ছিল ১০৬ এমএম জীপ আরোহিত রিকয়েলস রাইফেল ভারী ও হালকা চাইনিজ মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, শক্তিশালী বেতারযন্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ। মেজর ওসমান চৌধুরী ২৫ মার্চ রাতে সস্ত্রীক কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিলেন। ২৬ মার্চ সকাল থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা থেকে বেতারে নতুন নতুন সামরিক বিধি জারী করতে থাকলে তিনি দ্রুত ঝিনাইদহ হয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌঁছেই এক জর“রী সভা ডাকেন।

ক্যাপ্টেন এ আর আযম চৌধুরী, ডাঃ আসাবুল হক এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ কর্মকর্তাগণ এক গোপন সভায় মিলিত হন। এদিকে ২৭ মার্চ সকালে পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন সাদেক যাদবপুর কোম্পানী সদর দপ্তরে এসে সৈনিকদের নিরস্ত্র হতে বলে এবং সে সময় জনৈক বাঙ্গালী গার্ডের সাথে ক্যাপ্টেন অসাদচরণ করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে ক্যাপ্টেন সাদেকসহ তার পাঞ্জাবী সহযোগীরা নিহত হয়। এই আকষ্মিক সংঘর্ষের পর মেজর ওসমান প্রশাসনিক বিষয়, সামরিক ও বেসামরিক সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপন ও রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন।

সংসদ সদস্য ডাঃ আসাবুল হক, এ্যাডঃ ইউনুস আলী ও ব্যারিষ্টার বাদল রশীদ এই উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আলাপকালে কুষ্টিয়া জেলা শত্রুমুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মেজর ওসমান সীমান্তে অবস্থানরত সব ইপিআর সৈনিকদের চুয়াডাঙ্গা সদর দপ্তরে সমবেত এবং প্রাগপুরের কোম্পানী কমান্ডার সমবেত এবং প্রাগপুরের কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার মোজাফ্ফরকে কুষ্টিয়ার পথে অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন। কুষ্টিয়া শহরের পুলিশ লাইন, জিলা স্কুল ও আড়ুয়াপাড়া ওয়ারলেসে পাকবাহিনী অবস্থান নিয়েছিল। তিনদিক থেকে একই সময় যুগোপৎ আক্রমন করার পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আযম চৌধুরীকে জেলা স্কুলে অবস্থিত সৈন্য ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালানোর আদেশ দেয়া হয়। এই তিনটি স্থানের মধ্যে জিলা স্কুল ছিল সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী। পাক ঘাঁটি সুবেদার মোজাফ্ফরকে পুলিশ লাইন ও নায়েক সুবেদার মনিরুজ্জামানকে (পরবর্তীতে শহীদ) ওয়ারলেস ষ্টেশন আক্রমণ করতে আদেশ দেয়া হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কোন রকম ফিল্ড ওয়ারলেস বা ফিল্ড টেলিফোনও ছিল না তখন। অগত্যা টেলিফোন বিভাগের সাহায্য পোড়াদহের আইলচারা গ্রামের একটি মাঠে ফিল্ড এক্সচেঞ্জ লাগানো হয়। ডাঃ আসাবুল হকের নেতৃত্বে ফিল্ড চিকিৎসা কেন্দ্র, ডাক্তার ও ওষধের ব্যবস্থা করা হয়।

২৮ মার্চ দুপুর ১২ টার মধ্যে সীমান্তের সমস্ত কোম্পানী আদেশক্রমে চুয়াডাঙ্গায় সমবেত হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এক কোম্পানী সৈন্য ঝিনাইদহ পাঠানো হয়। এবং সেখানে তারা যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক অবরোধ করে যেন যশোর সেনানিবাস থেকে কোন সৈন্য বা অস্ত্র কুষ্টিয়াকে সরবরাহ করতে না পারে। অন্য আর এক কোম্পানী সৈন্য ক্যাপ্টেন আযম চৌধুরীর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পোড়াদহ কাঁচা রাস্তা দিয়ে পোড়াদহে পাঠানো হয়। ক্যাপ্টেন আযমের প্রতি নির্দেশ

ছিল তার গন্তব্যস্থানে পৌছাবার পরেই যেন সে সুবেদার মোজাফফরের সাথে যোগাযোগ করে চুয়াডাঙ্গা হেড কোয়াটারে রিপোর্ট পাঠায়। পরিকল্পনা ছিল ক্যাপ্টেন আযমের কোম্পানী শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ সার্কিট হাউসে আক্রমন করবে এবং সুবেদার মোজাফফরের কোম্পানী পুলিশ লাইন ও এক প্লাটুন সৈন্য এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কিছু লোক পূর্বদিক থেকে নায়েব সুবেদার মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে মোহিনী মিল সংলগ্ন ওয়ারলেস ষ্টেশনের উপর আক্রমণ চালাবে এবং ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ হবে একই সময়ে তিনদিক থেকে। আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ হয় ২৯ মার্চ ভোর ৪টা। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে এবং ১ টা গাড়ী দুর্ঘটনার কারণে সুবেদার মোজাফফরের সৈন্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাতে পারেনি। ফলে পরের দিন অর্থাৎ ৩০ মার্চ ভোর ৪ টার সময় নির্ধারিত হয়। ৩০ মার্চ ভোর ৪ টায় তিনদিক থেকে অতর্কিতভাবে কুষ্টিয়ায় আক্রমণ শুর“ হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমনের সাথে সাথে স্থানীয় হাজার হাজার জনগণ গগণবিদারী‘ জয় বাংলা’ জয়ধ্বনিতে কুষ্টিয়ার আকাশ বাতাস মুখোরিত করে তোলে। এতে শত্রু পক্ষের মনোবল মারাত্মক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। মাত্র এক ঘন্টা তুমূল যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধা ও সৈন্যরা পুলিশ লাইন ও ওয়ারলেস কেন্দ্রের ভেতর ঢুকে শত্রু খতম করতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে সামান্য সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য ভীত হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে সদর দপ্তর জিলা স্কুলের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। পালাবার সময় অনেক পাক সৈন্য নিহত হয়। পুরোদিনের যুদ্ধে একমাত্র জিলা স্কুল ছাড়া সমস্ত শহর মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে যায়। বিজয় উল্লাসে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল শক্তিতে জিলা স্কুলের চারদিকে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। এ সময় হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য সরবরাহ করতে থাকে। এদিকে ওয়ারলেস সেটে শত্রু উপলক্ষের আবেদন ধরা পড়ে। যশোর সেনানিবাস থেকে প্রতি উত্তরে জানিয়েছিল, তোমাদের সাহায্য করা সম্ভব নয়। নিজ চেষ্টায় আত্মরক্ষা কর।’ পরদিন ৩১ মার্চ তুমূল যুদ্ধ চলে। সারাদিন যুদ্ধের পর জীবিত শত্রুর সংখ্যা ছিল ৪০/৫০ জন। তার মধ্যে অধিকাংশই অফিসার। গত্যান্তর না দেখে রাতের অন্ধকারে তারা ২ টি জীপ ও ১ টি ডজ গাড়ীতে চড়ে ঝিনেদার দিক পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা ঠিক পেয়ে ওদের পথ অনুসরণ করে। গাড়াগঞ্জের ব্রীজের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা গর্ত খুড়ে সেটা ঢেকে রেখেছিল। পাকসেনারা তা জানতোনা। তাদের গাড়ী দুটো গর্তে পড়ে গিয়ে মেজর শোয়েবসহ শত্র“সেনারা মারা যায়। বাকীরা আহত

অবস্থায় পাশ্ববর্তী গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্ত সজাগ মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও জনগণ তাদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। ১ লা এপ্রিল কুষ্টিয়া সম্পূর্ণরুপে শত্রুমুক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চলে যায়।

এই যুদ্ধে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং অনেকে আহত হন। পুর্ব নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আযম চৌধুরী কুষ্টিয়ায় অধিকৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও গাড়ী ৩ এপ্রিল ভোরে চুয়াডাঙ্গায় পাঠিয়ে দেন। ঐদিন চুয়াডাঙ্গায় ফরাসী টেলিভিশন কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান দল এসে হাজির, তারা মেজর ওসমান চৌধুরীর সাক্ষাৎকারে গ্রহনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে সময় পর্যন্ত একমাত্র বিবিসি ও আকাশবাণী ছাড়া আর কোথাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য প্রকাশ পায়নি। দীর্ঘ ১৫ মিনিট ধরে ওসমান চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ঠিক এমনি সময় চুয়াডাঙ্গার উপর পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমান হামলা শুর“ হয়। বিমানে আর মাটিতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এই সুযোগে ফরাসী টিভি সদস্যরা সে চিত্র বন্দী করে রাখেন। বাংলার মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলো প্রথম নাপাম বোমা। এদিন কুষ্টিয়া শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় এ বোমায় ক্ষত-বিক্ষত হলো বাংলার পবিত্র মাটি। কুষ্টিয়া শহরের যত্রতত্র বোমা এবং হেলিকপ্টারের মেশিন গানের আক্রমন চললো। মুক্তিযোদ্ধারা সামান্য হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালালো পাকিস্তানী বিমান দস্যুদের উপর। পাকসেনারা শোচনীয় পরাজয়ের পর কুষ্টিয়া পূর্ণদখলের জন্য সচেষ্ট হয়। আকাশ ও জলপথে যশোর সেনানিবাসে ব্যাপক সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আসা হয়। এ সময় পাকবাহিনীর একটি দল আরিচা থেকে জলপথে ১১ এপ্রিল কুষ্টিয়ায় আসে। সামান্য সংখ্যক অস্ত্র সাথে নিয়ে নায়েব সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে একদল মক্তিযোদ্ধা গোয়ালন্দে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল, পাকসেনারা যেন কোনমতেই পদ্মার এপাড়ে অবতরণ করতে না পারে। ১৩ এপ্রিল অগ্রগামী সৈন্যের সাথে পদ্মার পাড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র সংঘর্ষ হয়। এতে পাকবাহিনীর একটি জাহাজ ডুবে যায় এবং তারা উত্তর দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নগরবাড়ীতে অবতরণ করে পাকসেনারা তীব্র গতিতে পাবনার দিকে অগ্রসর হয়। ভেড়ামারায় অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে প্রচন্ড গুলি বিনিময়ের পর পাকসেনারা ভেড়ামারা এলাকায় অবতরণ করে। ঐ কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন সুবেদার মেজর মোজাফ্ফর। তিনি বাধ্য হয়ে তার সেনাদল নিয়ে পিছু হটে যায়।

এ সময় ঝিনাইদহে তাদের পতন হয়। দীর্ঘ ১৭ দিন মুক্ত থাকার পর

কুষ্টিয়া পুনরায় শত্র“দের হাতে চলে যায়। এর পর পাকসেনারা শহরে প্রবেশ করেই অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা এবং ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যায়। সে সময় শহরেও লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল। যারা ছিল তারা পাক সেনার হাতে নিহত হন। পাকসেনারা বাঙ্গালীদের বাড়ি বেছে বেছে অগ্নিসংযোগ করে। এর পর ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সারাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে এম এন এ,এমসিএ‘র ভোটের মাধ্যমে গঠিত জোনাল কাউন্সিল চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। বেছে বেছে যুবকদের বাছাই করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে তাদের প্রেরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রতিরোধ বাহিনীর পরাজয়ের পর এ জেলার স্বাধীনতার স্বপক্ষে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা, সেনাবাহিনীর সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, যুবক, মুক্তিকামী হাজার হাজার মানুষ দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। ১৭ এপ্রিল বিকেলে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার (পরবর্তিতে মুজিবনগর) আম্রকাননে ১০ এপ্রিল তারিখে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহন ও পরিচিতি অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে ১১ টি সেকটরে ভাগ করা হয়।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ৮ নং সেকটরের অধীন ছিল। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ৮ নং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১০ ডিসেম্বর সকালে কুষ্টিয়া শহরের দক্ষিণে চৌড়হাস বি টি সি তামাক ক্রয়কেন্দ্রের কাছে জিকে ক্যানেলের ব্রীজের উত্তর পাশে মেইন রাস্তার পাক সৈন্যের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী- মিত্র বাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তান বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এখানেও মিত্র বাহিনীর ৭০ জন শহীদ হন। ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেলার সমস্ত এলাকা স্বাধীন ও শত্র“মুক্ত হয়। ১১ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া শহর, পোড়াদহ, মিরপুর, ভেড়ামারা এলাকা স্বাধীন শত্র“মুক্ত হয়। সেদিনের ধবংসলীলা কুষ্টিয়া শহরে আজও স্মৃতি বহন করে।

এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ২২ টি ছোটবড় যুদ্ধ শেষে কুষ্টিয়া ১১ ডিসেম্বর শত্র“মুক্ত হয়েছিল। শত্র“মুক্ত কুষ্টিয়াতে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের জোনাল চেয়ারম্যান (প্রয়াত) আব্দুর রউফ চৌধুরী কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে অফিসিয়ালী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জোনাল কাউন্সিলের সেক্রেটারী এম শামসুল হক কে জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার দেন।

সর্বোচ্চ করদাতার সম্মাননা পেলেন কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড’র বাবু

সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন করদাতা (ভ্যাট) হিসেবে কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড অ্যান্ড উড প্রোসেসিং কোম্পানি লিমিটেডকে (উৎপাদন খাতে) সম্মাননা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

শনিবার সকালে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোরের আম্রকাননে কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড অ্যান্ড উড প্রোসেসিং কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন বাবুর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য হোসেন আহমদ।

এসময় তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্র পরিচালনাসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে রাজস্ব একটি অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্রের নানাবিধ ব্যয় নির্বাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তার সিংহভাগই আসে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব থেকে। আর এই রাজস্বের অন্যতম উৎস হচ্ছে ভ্যাট। একটি উন্নত দেশ গড়তে ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে ভ্যাট। ভ্যাট দেওয়া এখন অনেক সহজ হয়েছে। তবে আগে আইন কঠিন ছিল। প্রয়োজনে আইন আরও সহজ করা হবে। তাই সবাইকে বলব, নির্ভয়ে ভ্যাট দিন।’

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোরের কমিশনার মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বেনাপোল কাস্টমস হাউসের কমিশনার আব্দুল হাকিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোরের অতিরিক্ত কমিশনার জুয়েল আহমেদ, যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ সেলিম শেখ।

অনুষ্ঠানে জনগণকে ভ্যাট দিতে উৎসাহিত করতে উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায়ীসহ তিনটি খাতে ২০২০-২১ সালের ২১টি প্রতিষ্ঠানকে সেরা ভ্যাটদাতার সম্মাননা দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ায় বেগম রোকেয়া দিবস ও নারী জয়িতা সম্মাননা

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য পাঁচ নারীকে জয়িতা সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জয়িতাদের হাতে ক্রেস্ট, ফুল ও সনদপত্র তুলে দেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত জয়িতারা হলেন, অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী ক্যাটাগরীতে ঝর্ণা বেগম, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ক্যাটাগরীতে শামীমা আক্তার,

সফল জননী নারী চন্দনা রানী কুন্ডু, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু ক্যাটাগরীতে রীনা এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখা ক্যাটাগরীতে সাবিনা শারমিন।

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নুরে সফুরা ফেরদৌসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খায়রুল আলম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধন কুমার বিশ্বাস, জিপি এ্যাড. আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, সনাকের সভাপতি ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আলহাজ্ব রফিকুল বলম টুকু, জেলা মহিলা সংস্থার সভাপতি জেবুন নেসা সবুজ প্রমুখ।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম অফিসার মর্জিনা খাতুন।

কুষ্টিয়ায় ৬ ডাকাতের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ডাকাতি করার সময় শাজাহান আলী নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় ছয় আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে তাদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ মামলার ৮ আসামিকে খালাস দিয়েছেন বিচারক।

বুধবার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। কুষ্টিয়া জজ কোর্টের পিপি অনুপ কুমার নন্দী রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামের স্বপন, একই উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের নাহারুল, মকবুল, শফি, শাজাহান, খলিল ও আজমল।

রায় ঘোষণার সময় আজমল, শাজাহান ও শফি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা পালাতক।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালের ২৭ এপ্রিল রাত ১০টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামের শাজাহান আলীর বাড়িতে আসামিরা ডাকাতি করে। এসময় তারা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার এবং বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র লুট করে। প্রতিবাদ করায় চাইনিজ কুড়ালের উল্টো পিট দিয়ে শাজাহান আলীকে আঘাত করে হত্যা করে আসামিরা। ঘটনায় পরদিন ২৮ এপ্রিল নিহত শাজাহান আলীর ছেলে বোরহান উদ্দিন বাপ্পি বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।

তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ফেরদৌস হোসেন আসামিদের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিচারক আজ রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ায় শুভ সংঘের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

“শুভকাজে সবার পাশে” দৈনিক কালের কন্ঠ পত্রিকার সহযোগী প্রতিষ্ঠান শুভ সংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মাস্ক বিতরণসহ বিদ্যালয় আঙ্গিনায় বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। একই সাথে দুর্নীতি বিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাইস্কুলে এসব কর্মসুচী পালন করা হয়।

দৈনিক কালের কন্ঠ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আশরাফুল হক উজ্জ্বল, শুভ সংঘের কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারন সম্পাদক কাকলী খাতুন, প্রচার সম্পাদক এসএম জামাল, সদস্য তরুণ কুমার ঘোষ দিক নির্দেশনামুলক ও সচেতনতামুলক বক্তব্য রাখেন।

শুভ কাজে সবার পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বক্তারা বলেন, যার মধ্যে দেশপ্রেম ও সত্যিকারের ভালোবাসা আছে সে কখনো খারাপ হতে পারে না। তাই আসুন আমরা প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ করতে শিখি। আর এই ভালো কাজের মধ্য দিয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়, সমাজকে ভালোবাসা যায়, পরিবারকে তথা সকলকেই ভালোবাসা যায়। সকল অসুন্দরকে রুখতে তরুণদের সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, তরুণরাই আগামীতে নেতৃত্ব দেবে। তরুণদের আলোয় আলোকিত হতে হবে। তাহলেই সকল অসুন্দর থেকে নিজেকে ভালো রাখা যাবে এবং দেশের প্রতি আত্মার ভেতর থেকে ভালোবাসা তৈরি হবে।

পরে বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয় আঙ্গিনায় শোভাবর্ধনের জন্য বৃক্ষরোপন করা হয়। এরআগে বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীদের দুর্নীতি

বিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করান শুভ সংঘের কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুনতাসীর আল মামুন।

এসময় দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নুর আসমান লতা, সহকারী শিক্ষক তোহিদুল ইসলাম তুহিনসহ সহ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শুভ সংঘের কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য নাফিস, রিজা, আখিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন

মিরপুরে আনসার-ভিডিপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপজেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলা মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা কমান্ড্যান্ট সোহেলুর রহমান। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশিদ, উপজেলা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ফাতৌসী বেগম, অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন, মিরপুর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি রাশেদুজ্জামান রিমন প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা রেজওয়ান আহমেদ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুমারখালি উপজেলা আনসার ও ভিডিপির প্রশিক্ষক হামিদা পারভীন।

অনুষ্ঠানের পূর্বে অতিথিবৃন্দ কেক কাটেন এবং পরে একটি বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অনুষ্ঠান শেষে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১১ জন আনসার-ভিডিপি সদস্যকে পুরষ্কৃত করা হয়।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজের পুরস্কার বিতরণ

বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের বাঁচার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাথে আছি। বিজ্ঞান আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। দূরকে নিকটে এনে দিয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়া এখন কোন কিছু চিন্তাই করা যায় না। বিজ্ঞান ছাড়া জীবন এখন অচল। মেধার সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটালে অসম্ভবকে উৎরানো সম্ভব।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাব ও পাঠাগারের আয়োজনে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা-২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ ও কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জেলা প্রশাসক বলেন, তোমরাই আগামী দিনের সোনার বাংলাদেশের রূপকার ও কারিগর। কারা পুরস্কার জিতলো আর কারা জিতলো না, সেটি বড় বিষয় নয়। এমন একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সব প্রতিযোগীকে ভেতর থেকে আলোকিত করবে। তোমরা যখন বড় হবে তখন তোমরাই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে সঠিক পথে এগিয়ে নেবে।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা শিক্ষা অফিসার রমজান আলী আকন্দ বলেন, ‘ ‘একটি জাতির অগ্রসরে প্রধান ভুমিকা রাখে শিক্ষা। আমাদের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে’’।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা

খানমের সঞ্চালনায় এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাঃ আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, হাফেজ মোঃ রুহুল আমিন, মাহমুদুল হাসান, রেজাউল করিম, মাসুদ রানা, জ্যাকুলিন ইসলাম,আস্তারী বেগম, মধুসূদন দত্ত প্রমূখ।

বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় দুই গ্রুপে ২০ জনকে ক্রেস্ট, বই ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। একই সাথে অংশগ্রহণকারী দু্শজনের মাঝে প্রত্যেককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ার আমলায় শেখ কামাল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিন বলেছেন, খেলাধুলা ছেলেমেয়েদের মেধা বিকাশের সুযোগ দেয়। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে, সেইসঙ্গে তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আজকের এই মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় এতো দর্শক খেলা উপভোগ করতে পেরেছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। আগামীতে এই মাঠ থেকে আরও ভালো খেলা উপহার দিতে চাই।

সোমবার (২১ নভেম্বর) বিকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা- সদরপুর হাইস্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত ‘শেখ কামাল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’র ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘ফুটবল হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা-এটা হচ্ছে বাস্তবতা। কাজেই এই আমলা-সদরপুর এলাকা থেকে ফুটবল ◌েখলা সামনে এগিয়ে যাক, সেটাই আমরা চাই।’ এই আমলা এলাকার কৃতি সাতারুরা দেশের মান উজ্জল করেছে। আমিও চাই ফুটবলেও তারা নৈপুন্যতা দেখাক।

আমলা সদরপুর স্পোর্টস একাডেমি আয়োজিত আজকের এই ফুটবল

টুর্নামেন্টে উপস্থিত সর্বস্তরের মানুষকে নিঃসন্দেহে আনন্দ দিয়েছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন খেলার মাঠে রাজৈনিতক বক্তব্য দেওয়া হয় যে খেলা হবে। আসলে আমি বলেত চাই এই আমলা-সদরপুর মাঠে সত্যিকার অর্থে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা হবে। এজন্য এ-ধরনের টুর্ণামেন্টের আয়োজন বেশি বেশি করা দরকার বলেও যোগ করেন তিনি। এমন একটি সুন্দর আয়োজনের জন্য আয়োজক কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের তিনি প্রশংসা করেন।

শেখ কামাল আন্তঃজেলা ফুটবল টূর্ণামেন্টের সভাপতি বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিউচয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখার ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন, শেখ কামাল আন্তঃজেলা ফুটবল টূর্ণামেন্টের সাধারন সম্পাদক আতিকুজ্জামান বিশ্বাস শাকিল, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আশকর আলী, ফকরুল আলম, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সদরপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মাজেদুর আলম বাচ্চু, আমলা বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক খাঁন, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, আমলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শফিকুল ইসলাম আজম, সদরপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান নিয়াত আলী লালু, আমলাসদরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল গাফ্ফার, শেখ কামাল আন্তঃজেলা ফুটবল টূর্ণামেন্টের সাংগাঠনিক সম্পাদক আরিফুজ্জামান আরিফ, মাহাবুব হাসান রাজন, সাইফুজ্জামান হীরা, যোগাযোগ সম্পাদক এবাদত হোসেন কমল, মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক কাঞ্চন কুমার হালদার, জাহিদ হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক মামুনুল ইসলাম ঝন্টু, ইমরান আলী, সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, জালাল উদ্দিন প্রমুখ।

এছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃতি সাবেক ফুটবলারা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শক পরিপূর্ণ আমলা সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় অংশ নেয় মাগুরা ফুটবল একাদশ এবং কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুর স্পোর্টস একাডেমি একাদশ। খেলায় অমিমাংশিত ভাবে শেষ হয়। পরে ট্রাইব্রেকারে কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুর স্পোর্টস একাডেমি একাদশ ৪-৩ গোলে মাগুরা ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে এক লাখ টাকা ও রানারাআপ দলের মাঝে ৭০ হাজার টাকাসহ ট্রফি তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

খেলার শুরু থেকেই আমলা-সদরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে দর্শকদের উপচে পড়া ভীড় ছিল।

এরআগে গত ১ নভেম্বর আমলা সদরপুর মাধ্যমিক ফুটবল মাঠে ‘শেখ কামাল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’র উদ্বোধন করা হয়। এতে আট জেলা দল অংশগ্রহণ করে। তারা হলো চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, মাগুরা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ও স্বাগতিক কুষ্টিয়া জেলা দল